মেহেরপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা গ্রামে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দক্ষিণ শালিকার ফিল্ড পাড়ার মৃত মাতম আলীর ছেলে মোঃ আবুল বাছাদ (৩৬), ক্লাব পাড়ার মৃত খেদের আলীর ছেলে মোঃ ইকরামুল হক (৪৫)।

জানা গেছে, দক্ষিণ শালিকা গ্রামের মোঃ তাহাজ উদ্দিনের বাড়ির পূর্ব দিকে মোঃ মনিরুলের আমবাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে একটি বোরিংয়ের পাশ থেকে মোট ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মাদকদ্রব্য পাচারের সময় ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পুড়াপাড়া মাঠের উত্তর পাশে পাকা রাস্তার উপর বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, দামুড়হুদা সদর দশমীপাড়ার মো. আবেদ আলীর ছেলে মো. মামুন আলী (৩৩) এবং মৃত শরমান দফাদারের ছেলে মো. রুহুল (৩০)।

জেলা ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার দিকনির্দেশনায় ওই এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীদের কয়েকজন পালিয়ে গেলেও মামুন ও রুহুলকে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মেহেদী হাসান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরে গাঁজা গাছসহ ২ জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা। শুক্রবার (৯ মে) রাত ১১ টার দিকে দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদি পশুর খামারে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন সাইজের ৫ টি গাঁজাগাছ ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলো উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার গোলাম হোসেনের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৩) এবং একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার হযরত আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৩)।

সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, শনিবার (১০ মে) সকাল ১০ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে একটি গবাদিপশুর খামারে গাঁজা গাছের চাষ হচ্ছে এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের লেফটেন্যান্ট মিনহাজের নেতৃত্বে একটি টিম শুক্রবার দিবাগত রাত ১১ টার সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে খামারের মালিক সাদ্দাম হোসেন ও তার কর্মচারী দেলোয়ার হোসেনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া তথ্য মতে, বিভিন্ন সাইজের ৫টি গাঁজা গাছ, ২০ গ্রাম গাঁজা,গাঁজা সেবন প্রস্তুতের সরঞ্জাম (কাঁচি ও কাঠি), নগদ ৫ হাজার টাকা এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়।

সাদ্দাম হোসেন গবাদি পশুর খামার পরিচালনা এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ করে আসছে বলে জানায় সেনা বাহিনী।

গাংনীতে গাঁজাসহ ব্যবসায়ী আটক, সেবনকারীর জেল

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ জেমস প্রকাশ মন্ডল (৫৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী এবং শাহির আলী (৪৫) নামের এক মাদকসেবীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

সোমবার (৫ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের চার্চ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক জেমস প্রকাশ মন্ডল জুগিন্দা গ্রামের অমরেন্দ্র মন্ডলের ছেলে। অপরদিকে, মাদকসেবী শাহির আলী উপজেলার ঢেপা গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শাহির আলীকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতম সাহা এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। দুপুরেই তাকে গাংনী থানা পুলিশের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মদনমোহন সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অধিদপ্তরের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চার্চ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় শাহির আলীকে গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জেমস প্রকাশ মন্ডলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শয়নকক্ষে হলুদ স্কচটেপে মোড়ানো একটি পোঁটলা থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, জেমস প্রকাশ মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে গোপনে এলাকায় মাদক বিক্রি করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন।

তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে হেরোইন ও টাকাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, উপজেলা
প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে হেরোইন
ও নগদ অর্থসহ চারজন মাদক
কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে মাদক কেনাবেচার ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৩২০ টাকা জব্দ করা হয়। রবিবার (৮ এপ্রিল) সকালে তাদের আটক করে যৌথবাহিনী।

আটকরা হলেন- সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে মহির উদ্দিন (৫০), মিয়াপাড়ার শাহাদত হোসেন সাজুর ছেলে মোঃ চঞ্চল (৪২), চঞ্চলের স্ত্রী মোছাঃ সাবরিনা এবং মল্লিক পাড়ার মৃত আহম্মেদ আলীর মেয়ে চায়না (৪৫)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার সুরুজ্জামান এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান।

গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে অ্যালকোহল উদ্ধার, ডাক্তার আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণের অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় আটক করা হয় অভিযুক্ত ডাক্তারকে।

আটককৃত হোমিও ডাক্তার নিলুফার ইয়াসমিন উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দীনের মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার আড়ালে এলকোহল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী যৌথ বাহিনীর মাদক বিরোধী ট্রান্সফোর্সের অভিযানে ১,১২২ বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রিতম সাহা।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, গাংনী বাজারের জেলা পরিষদ মার্কেটের “হাফিজ হোমিও হল” থেকে অ্যালকোহল বিক্রির গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে নিলুফার ইয়াসমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার নিজ বাড়ির রান্নাঘর ও পরিত্যক্ত খড়ির ঘর থেকে আরও বিপুল পরিমাণ অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, আটককৃত নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হবে।

অভিযানকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার ফারুক হোসেন এবং গাংনী থানার একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ২

মেহেরপুর জেলা মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের অভিযানে ৩৫ বোতল ফেনসিডিলসহ খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তার নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক খোরশেদ আলম মেহেরপুর পুরাতন মাঠপাড়ার ফকির মহম্মদের ছেলে এবং মরিয়ম আক্তার দিঘিরপাড়ার নাসির উদ্দিনের মেয়ে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির হোসেনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের একটি দল মল্লিকপাড়ায় খোরশেদ আলমের ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়ি থেকে ৩৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং খোরশেদ আলম ও মরিয়ম আক্তারকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল হোসেন, এসআই রাশেদুজ্জামান প্রমুখ।

দর্শনায় গাঁজাসহ ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৫কেজি গাঁজাসহ হৃদয়কে (২৫) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতাকৃত হৃদয় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ঝাঁজাডাঙ্গা গ্রামের মৃত্যু সুন্নত আলীর ছেলে।

সোমবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে,অভিযান চালায় দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ পাড়ায় অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ হৃদয়ের ১তলা বাড়ির ভিতর থেকে প্লাস্টিকে মেড়ানো লালটেপ জাড়ানো অভিনব কায়দায় লুকানো ভারতীয় ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই মাসুদুর রহমান বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

মহেশপুরে অবৈধ মাদকদ্রব্য ও সীমান্ত পারাপারকারী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ও অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের আটক করেছে বিজিবি।

বিজিবি’র মিডিয়া সেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ১১টার সময় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মেদিনীপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৩/১-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হরিহরনগর গ্রামের আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৪৮ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ যাদবপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫০/৭-এস হতে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কানাইডাংগা গ্রামের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৯৭ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তাছাড়া একই দিন রাত সোয়া ৩টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ একই বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৪৯/৪-এস হতে আনুমানিক ১৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পারগোপালপুর গ্রামের ড্রাগন বাগানের নিকট ধানক্ষেতের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২৪ বোতল ভারতীয় মদ এবং ৪৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও ওই দিনই রাত সাড়ে ৪টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-৭৫ হতে আনুমানিক ১ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুনপাড়া গ্রামের পাঁকা রাস্তার উপর হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৪৭ বোতল ভারতীয় মদ এবং ২৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তাছাড় একই তারিখে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা, বাঘাডাংগা, কুমিল্লাপাড়া, পলিয়ানপুর এবং কুসুমপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকা হতে নিয়মিত টহল পরিচালনার মাধ্যমে ১২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অপরাধে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ৭৪ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস

কুষ্টিয়ায় ৭৪ কোটি ৩১ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য ধ্বংস করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে বিজিবির কুষ্টিয়া সদরদপ্তরে প্রশিক্ষণ মাঠে এসব মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

বিজিবি জানায়, গত একবছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। যার মূল্য ৭৪ কোটি

৩১ লাখ ১৯ হাজার ৭১০ টাকা।

জব্দ মাদকের মধ্যে রয়েছে- ১১ হাজার বোতল ফেনসিডিল, ৯ হাজার ৩৬৮ বোতল বিদেশি মদ, ১২৭.৬৫০ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৮ কেজি ৬৫৭ গ্রাম হেরোইন, ৭ হাজার ২৪৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১ হাজার ৩৫০ পিস ভায়াগ্রা, ১ লাখ ৮৬ হাজার ৭৪৭ পিস সিলডিনাফিল ট্যাবলেট, ৯৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৭৭ পিস পাতার বিড়ি, ৪ কেজি ক্রিস্টল মেথ আইস, ৫৬ বোতল এলএসডি, ৯৮০ গ্রাম আফিম ও ৯ বোতল সাপের বিষ।

বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের সেক্টর সদর দপ্তরের কমান্ডার কর্নেল মো. মারুফুল আবেদীন বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে আমরা এই কার্যক্রম করেছি। এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যে কোনো মূল্যে আমরা দেশকে মাদকমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর।